ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
প্রফেসর ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪৪

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয় : কারণ, ক্ষতি ও প্রতিকার ৭
মোস্তফা কামাল
মোবারক হোসেন

অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা.....২৯
মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৫৯
ড. মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

মাকাসিদুস শরী'আহ্ : হাজিয়্যাত প্রসঙ্গ.....৭৯
শাহাদাৎ হুসাইন খান

ইজারায় আর্থিক জামানত পদ্ধতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৯৯
হুমায়ুন কবির

ইসলামী আইনে বিধবাদের অধিকার : একটি পর্যালোচনা ১১৯
মুহাম্মদ আতিকুর রহমান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল "ইসলামী আইন ও বিচার" ৪৪ তম সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে এগারো বছর অতিক্রম করলো। এজন্যে আমরা রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের এই পথ পরিক্রমায় গবেষণা কাজে যারা সঙ্গ দিয়েছেন, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যারা প্রকাশনা কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিগত ৪৩ টি সংখ্যায় কলেজ-মাদরাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবি, ব্যাংকার, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার গবেষকদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দুই শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ এই জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইসলাম বিষয়ক যে কয়টি গবেষণা জার্নাল রয়েছে তন্মধ্যে "ইসলামী আইন ও বিচার" ইতোমধ্যেই সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের প্রথিতযশা গবেষক ও শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদ দক্ষহাতে জার্নালটি সম্পাদনা করায় এর মান নিয়ে শিক্ষাবিদ ও বোদ্ধামহল সন্তুষ্ট। জার্নালের এ সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে ছয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

অপচয় ও অপব্যয় বর্তমান বিশ্বে সর্বগ্রাসী ব্যাধির মতো সংক্রমিত হচ্ছে। মানবজীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে অপচয় কিংবা অপব্যয় হচ্ছে না। অপচয় ও অপব্যয় প্রতিরোধে যত উদ্যোগই নেয়া হচ্ছে তার কোনটিই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। আল-কুরআনে অপচয় ও অপব্যয়কে শুধু নিষিদ্ধই করা হয়নি অপব্যয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' আখ্যা দেয়া হয়েছে। "ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয় : কারণ, ক্ষতি ও প্রতিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকদ্বয় অপচয় ও অপব্যয়ের পরিচয়, কারণ, অপচয় ও অপব্যয়ের কিছু দৃষ্টান্ত, এর ক্ষতিকর দিকসমূহ এবং অপচয়-অপব্যয় সমস্যা প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি বিষয় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

অশ্লীলতা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বিস্তৃত ও অন্যতম আলোচিত ইস্যু। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে বর্তমান বিশ্বে অশ্লীলতার সয়লাব। অশ্লীলতা একটি চরম ঘৃণিত ও কুৎসিত কর্ম, যা ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সমগ্র সমাজ-রাষ্ট্রকে কলুষিত করে। বিভিন্ন মাধ্যমে অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার সমাজের ভিত্তিকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে। অশ্লীলতার প্রভাবে ছাত্র ও যুবসমাজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা খুবই স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ। কুরআন ও হাদীসে অশ্লীলতা প্রতিরোধে যেসব বর্ণনা এসেছে সেগুলোর ভিত্তিতে "অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের

নির্দেশনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনও উদ্ধৃত হয়েছে। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক অশ্লীলতা প্রতিরোধে কিছু প্রস্তাব করেছেন। অশ্লীলতা যেভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে তা প্রতিরোধ করতে ধর্মীয় অনুশাসনের বিকল্প নেই। তাই আমরা মনে করি প্রচলিত আইনের পাশাপাশি অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে অশ্লীলতার সয়লাব প্রতিরোধ করা সম্ভব।

নারী অধিকার বিষয়টি গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ সবচেয়ে আলোচিত বিষয়সমূহের অন্যতম। "ইসলাম অধিকার প্রদানে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করেছে"-এটি নারীবাদীদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে আপত্তিকর অভিযোগ। এই অভিযোগের জবাবে মুসলিম পণ্ডিতগণ অসংখ্য গবেষণাগ্রন্থ লিখে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম অধিকার প্রদানে নারী-পুরুষে বৈষম্য করেনি বরং নারীকে তার যথাযথ অধিকার দিয়ে স্বাবলম্বী ও মর্যাদাবান করেছে।

ইসলামী আইনে নারীর অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে উত্তরাধিকার বিষয়ক বিধি-বিধান। ইসলামের উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনসমূহের বেশির ভাগই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। তারপরও কেউ কেউ এই ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। অথচ তারা জানেন না, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন যখন উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছে তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতায় নারীকে মানুষই মনে করা হতো না। আর আরবের জাহিলী সমাজ কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। এমন এক প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীকে শুধু বাঁচার অধিকারই দেয়নি বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়েও বেশি অধিকার দিয়েছে। উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব কতটুকু তা নিয়ে বিভ্রান্তির প্রেক্ষাপটে "ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। এ প্রবন্ধটিতে লেখক কুরআনের দলীলের পাশাপাশি গাণিতিক হিসাব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন যে, কোন ক্ষেত্রে নারী কতটুকু সম্পদ পাবে। আর যেসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে হিস্যার তারতম্য রয়েছে তারও যৌক্তিক কারণ স্পষ্ট করা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্ গবেষকদের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো মাকাসিদুশ শরী'আহ। মাকাসিদুশ শরী'আহ্র তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হলো, যরূরিয়্যাত, হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাত। এই তিনটি স্তরের মধ্যে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত হচ্ছে হাজিয়্যাত। হাজিয়্যাতের নীতিমালার মাধ্যমেই শরী'আহ্র দৃষ্টিতে নীতিগতভাবে বৈধতা পাওয়ার নয় এমন কিছু ব্যবসাপদ্ধতি বৈধ

ঘোষণা করা হয়েছে। কনভেনশনাল ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে উসূলে ফিক্হের এই শাখাটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাকাসিদের এই স্তরটি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে "মাকাসিদুশ শরী'আহ : হাজিয়্যাত প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে। লেখক এ প্রবন্ধে মাকাসিদের সংজ্ঞা বর্ণনা করে এর প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। এতদসঙ্গে মাকাসিদের দ্বিতীয় স্তর তথা হাজিয়্যাত-এর সংজ্ঞা দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

আর্থিক জামানত বর্তমান লেনদেনের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতি। দোকান, বাসা-বাড়ি, অফিস ইত্যাদি ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক জামানত একটি আচরিত রীতি। এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত হওয়ায় এ ব্যাপারে শরী'আহ্র নির্দেশনা জানা খুব জরুরী। এই প্রেক্ষাপটেই "ইজারায় আর্থিক জামানত পদ্ধতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখক ইজারা ও জামানত পরিচিতি ও শরী'আহতে এর বৈধ্যতা আছে কিনা তা আলোচনা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের পাশাপাশি প্রখ্যাত ফকীহ ও ফিকহগ্রন্থাবলির উদ্ধৃতির মাধ্যমে লেখক ইজারায় আর্থিক জামানত গ্রহণের বিভিন্ন প্রকার ও তার বিধিনাবলি বিশ্লেষণ করেছেন। ইজারায় আর্থিক জামানত পদ্ধতি এবং এক্ষেত্রে শরী'আহ্র নীতিমালা কী তা জানতে এ প্রবন্ধটি সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

নারীর জীবনে বৈধব্য একটি সংকট। এই সংকটকালে নারীর যেমন কিছু কর্তব্য আছে তেমন তার কিছু অধিকারও রয়েছে। ইসলাম বিধবা নারীকে যেসব অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে এবং তাদের ওপর যেসব কর্তব্য আরোপ করেছে তারই আলোচনা স্থান পেয়েছে "ইসলামী আইনে বিধবাদের অধিকার : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে। বাংলাদেশে বিধবা নারীরা যে অসুবিধা ও সমস্যার মুখোমুখি হন তার থেকে উত্তরণে ইসলামী আইনের নির্দেশনাসমূহ কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

"ইসলামী আইন ও বিচার" জার্নালের এই সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযুগী। প্রবন্ধসমূহ একদিকে যেমন পাঠকবৃন্দকে অধিকার সচেতন করবে অপরদিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নেও সহায়ক হবে। অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাটিও পাঠকবৃন্দ সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আশা করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ